



70507 - প্রচণ্ড শীতের দিনে ফরজ গোসলের পরবির্তে তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: প্রচণ্ড শীতের দিনে গোসল ফরজ হলে আমকি তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারি? উল্লেখ্য, যে সরঞ্জামাদি থাকলে আমি অবলম্বনে পবিত্র হতে পারি সেগুলো আমার কাছে নেই। তাছাড়া আমি ঠাণ্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত; আমার পিঠি রোগগ্রস্ত, আমাকে সাংঘাতিক কষ্ট দিচ্ছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে সে ব্যক্তি নামায পড়তে চাইলে তার উপর ফরয হচ্ছে— পানি দিয়ে গোসল করে নেয়। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বানী: “আর তোমরা জুনুবী (অপবিত্র) হলে প্রকৃষ্টভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] তাই কটে যদি পানি ব্যবহারে অক্ষম হয়— পানি না থাকার কারণে কথিবা পানি থাকলেও এর ব্যবহারে রোগের ক্ষতি হতে পারে কথিবা তীব্র ঠাণ্ডার কারণে (তার কাছে পানি গরম করার মত কিছু না থাকলে); তাহলে সে ব্যক্তি পানি দিয়ে গোসল করার পরবির্তে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে পারেন। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহর বানী: “আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কটে মলত্যাগ করে আসে বা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর এবং পানি পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] এ আয়াতে দলিল রয়েছে যে, অসুস্থ ব্যক্তি পানি ব্যবহার করার ফলে যদি তার মৃত্যু ঘটা, কথিবা রোগ বেড়ে যাওয়া কথিবা আরোগ্য লাভ বলিম্ব হওয়ার আশংকা থাকে সেক্ষেত্রে তিনি তায়াম্মুম করবেন। আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে করবে।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ৬] আল্লাহ তাআলা এ বধিান প্রদান করার গূঢ় রহস্যও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: “আল্লাহ তোমাদের উপর কোন কাঠিন্য রাখতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নয়োমত সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।” [সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

আমর বনি আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ‘যাতুস সালাসলি’ এর অভিযানে এক ঠাণ্ডার রাত্রে আমার স্বপ্নদোষ হয়ে গলে। আমি আশংকা করলাম, আমি যদি গোসল করি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করলাম। এরপর আমার সাথীদেরকে নিয়ে ফজরে নামায আদায় করলাম। আমার সাথীরা বিষয়টিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন: হে আমার! তুমি কি জুনুবী (গোসল ফরজ হওয়া) অবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে নামায পড়ছে? তখন আমি তাঁকে জানালাম কি কারণে আমি গোসল করিনি এবং আমি আরও বললাম: আমি শুনছি আল্লাহ বলেন: ‘তোমরা



নজিদেবেরকে হত্যা করো না। নশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়ালু' [সূরা নসি, আয়াত: ২৯] তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হসে দলিনে, কোনে কিছু বললনে না। [সুনানে আবু দাউদ (৩৩৪), আলবানী 'সহিহ সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

হাফযে ইবনে হাজার বলেন: এ হাদিসে দলিল রয়েছে যে, পানি ব্যবহার করলে যে ব্যক্তি মারা যাওয়ার আশংকা রয়েছে; সেটা ঠাণ্ডার কারণে হোক কিংবা অন্য কোন কারণে হোক- তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়যে। তায়াম্মুমকারীর জন্য ওজুকরীদের ইমাম হওয়াও জায়যে। [ফাতহুল বারী (১/৪৫৪)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

যদি আপনার পক্ষে গরম পানি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় কিংবা আপনি গরম করতে পারেন কিংবা প্রতিবেশি বা অন্য কারো থেকে কনি নতিে পারেন তাহলে সেটা করা আপনার উপর আবশ্যকীয়। কনেনা আল্লাহ্ বলেন: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর।” [সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] তাই আপনার কর্তব্য হচ্ছে পানি কিনা বা গরম করা কিংবা অন্য যত্নে শরীয়তের বধিান মোতাবেক ওজু করা যায় সেটা করা। যদি আপনি অপারগ হন এবং ঠাণ্ডা অতি তীব্র হয়, পানি ব্যবহারে বপিদ ঘটর আশংকা থাকে, পানি গরম করা বা আশপাশে কারো থেকে গরম পানি কিনার কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ওজর গ্রহণযোগ্য এবং তায়াম্মুম করাই আপনার জন্য যথেষ্ট। যহেতে আল্লাহ্ বলেছেন: “তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্কে ভয় কর” এবং তিনি আরও বলেছেন: “পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে; তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাত মাসহে করবে।” [সূরা মায়দা, আয়াত: ৬]

যে ব্যক্তি পানি ব্যবহারে অক্ষম সে ব্যক্তির হুকুম যে ব্যক্তি পানি পায়নি তার হুকুমে অনুরূপ। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১০/১৯৯-২০০)]

আপনি আপনার শরীরের যতটুকু ধৌত করতে পারেন ততটুকু ধৌত করা আপনার উপর আবশ্যকীয়। যমেন- হাতদ্বয়, পাদদ্বয় ইত্যাদি ধৌত করা; যদি এতে আপনার কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে। এরপর আপনি তায়াম্মুম করবেন।

আমরা আল্লাহর কাছে আপনার আশু রোগমুক্তির জন্য দোয়া করছি। আপনি যে রোগে আক্রান্ত হয়েছেন সে রোগ যনে আপনার গুনাহমুক্তির কারণ হয় এবং আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হয় সে দোয়া করছি।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।